ইনকিলাব

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ .....4 JAN 2010..
পৃষ্ঠা ...১০ কলাম.... ...২.....

বর্তমান সরকারের এক বছর ও আমাদের শিক্ষাঙ্গন

:: জুয়েল মাহমুদ

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর শিক্ষা ব্যবস্থাপনাকে ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে একটি কমিশন গঠন করেন। কমিশন সরকারের নিকট শিক্ষানীতির খসড়া জমা দিয়েছে। মতামত গ্রহণের জন্য সরকার তা জনগণের নিকট উন্মুক্ত করেছে। শিক্ষামন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী যাচাই-বাছাই শেষে নতুন বছরের প্রথম থেকেই শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে কাজ করবে সরকার।

ইতোমধ্যে সরকার বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে কোয়ালিটি এডুকেশন নিশ্চিত করার জন্য বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০০৯-এর খসড়া নীতিগতভাবে মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে অনুমোদন করেছে এবং ১৯৯৬-০১ মেয়াদকালে সরকারের গৃহীত পুরাতন প্রতিটি জেলার একটি করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর, এ বছর থেকে তা আবার কার্যকরী করেছে। নতুন নতুন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার বলে মনে করেন ঢাবির. ভিসি আআমস আরেফিন সিদ্দিক।

বাংলাদেশের জনশক্তি রফতানির ক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষাসম্পন্ন শ্রমশক্তি অত্যন্ত জরুরী। এই বিষয়টি লক্ষ্য করে বর্তমান সরকার প্রতিটি উপজেলায় একটি করে কারিগরি হাই স্কুল স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু এক বছর পূর্ণ হলেও এর কার্যক্রম এখনো শুরু হয়নি বলে জানান সংশ্লিষ্টরা।

বছরের প্রথমেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কাছে বই বিতরণ করার জন্য মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তা অবশ্যই দেশের শিক্ষাঙ্গনের জন্য সুসংবাদ। এখন দেখা যাক তিনি কতটুকু বাস্তবায়ন করতে পারেন। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হয়েছে ৫ম শ্রেণীর শিক্ষাসমাপনী পরীক্ষা। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর শিক্ষাসমাপনী পরীক্ষা গ্রহণের ঘোষণা পরীক্ষা গ্রহণ এবং এক মাসের মধ্যে পরীক্ষার ফলাফল অবশ্যই সফলতার পরিচয়ই বহন করে। তবে মাত্র ২ দিনে ৬টি পরীক্ষা নেয়ায় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের অসন্তোষ ছিল।

দেশের স্কুল, কলেজ ও মাদরাসা দীর্ঘদিন পর্যন্ত এমপিওভুক্ত হয়নি। তাই বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রথম বাজেটে ১১২ কোটি টাকা এই খাতে বরাদ্দ করেছে। যদিও এই বাজেটে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা সম্ভব নয়, তার পরও দীর্ঘ চার বছর পর সরকারের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে হলে অবশ্যই প্রযুক্তিগত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে, তাই বর্তমান সরকার দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কম্পিউটার বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য মাইক্রোসফট বাংলাদেশের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন যা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর করতে সহায়তা করবে। দেশের মাদরাসা শিক্ষা আধুনিকায়নে বর্তমান সরকার ৩০টি মাদরাসাকে চিহ্নিত করে, এই সব প্রতিষ্ঠানে নতুন ভবন, উন্নত বিজ্ঞানাগার ও ২০টি কম্পিউটার সমৃদ্ধ ল্যাবরেটরি স্থাপনের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী পর্যায়ক্রমে দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন বলে জানান।

সরকারের গঠনমূলক শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করার পরও যে কারণে সরকারকে বার বার সমালোচিত হতে হয়েছে তা হল অস্থির ক্যাম্পাস, মারমুখী ছাত্রলীগের রাজনীতি ও টেন্ডারবাজির কারণে। ২০০৯ সালের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এদেশের শিক্ষাঙ্গন ছিল উত্তাল অবস্থায়। সরকার গঠন করার পরপরই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তার কেন্দ্র করে ১৪ জানুয়ারী ক্যাম্পাসে ভয়াবহ সংঘর্ষ শুরু হয়। এ সংঘর্ষ পরবর্তী ১৫, ১৬, ১৭ জানুয়ারী পর্যন্ত চলতে থাকে। এ সংঘর্ষে ৫ জন গুলীবিদ্ধসহ আহত হয় ৫০ জন শিক্ষার্থী। এর ফলে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ জাবিতে ছাত্রলীগের কার্যক্রম ১ মাসের জন্য স্থগিত করে। এক মাস পূর্ণ হওয়ার দিন শুরু হয় আবার সংঘর্ষ, চলে ১৫, ১৬, ১৭ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত। এতে ১০ জন গুলীবিদ্ধসহ আহত হয় ১০০ জন শিক্ষার্থী। এসময় বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা হয়। সংঘর্ষের পরের দিন বন্দুক হাতে সুমন নামের এক ছাত্রলীগ কর্মীর ছবি দেশের সমস্ত জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। জাবিতে এরকম সংঘর্ষ বছর জুড়েই দেখা গেছে। ইনকিলাবের জাবি প্রতিনিধি জানান, অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে প্রায় ২৩টি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। শিক্ষানগরী রাজশাহীর শিক্ষাঙ্গনের অবস্থাও অত্যন্ত নাজুক। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ১৩ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ ও ছাত্র শিবিরের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে রাবি শিবিরের সাধারণ সম্পাদক নিহত এবং প্রায় অর্ধশতাধিক ছাত্রলীগ কর্মী ও শিবির ক্যাডার আহত হয়। এই ঘটনার জের ধরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ নগরীর বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়। দীর্ঘ ৮০ দিন বন্ধ থাকার পর খুলে দেয়া হলেও শিক্ষার্থীদের ভোগ করতে হয় প্রায় ৬ মাস থেকে ১ বছরের সেশনজট। সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ থাকলেও মাঝে মাঝেই ছাত্রলীগের দুই গ্রুপ এবং ছাত্রলীগ ও শিবিরের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে। কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ৭ অক্টোবর ছাত্রলীগ ও শিবিরের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয় এবং স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে না পেরে ভিসির পদত্যাগের ঘটনাও ঘটছে নবীন এই শিক্ষাঙ্গনে। চাঁদাবাজি-টেন্ডারবাজির এলাকা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ৩১ মার্চ ঢাকা মেডিকেল কলেজে ছাত্রলীগের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে নিহত হন রাজীব নামের এক মেধাবী ছাত্রের। সারা বছরই আলোচনায় ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা কলেজ এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি এবং আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে প্রায় শতাধিক বার সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এসব প্রতিষ্ঠানের ছাত্রলীগ কর্মীরা। এছাড়াও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে, চট্টগ্রাম সরকারী কমার্স কলেজে। সংঘর্ষে বন্ধ হয়ে যায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ, সারা দেশের উত্তপ্ত শিক্ষাঙ্গন এবং ছাত্রলীগের আধিপত্য পূর্ণ রাজনৈতিক কার্যক্রমের কারণে সংশ্লিষ্ট সকলকে বলতে শোনাগেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার ছাত্রলীগকে সামলান। ছাত্রলীগের বর্ধিত সভায়ও প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন ছাত্রলীগে আমি কোন টেন্ডারবাজ দেখতে চাই না, তাদের হাতে অস্ত্র নয়, কলম চাই। ছাত্রলীগের এহেন কার্যকলাপে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ছাত্রলীগের সাংগঠনিক পদ থেকে ইস্তফা দিলেও ছাত্রলীগ গঠনমূলক রাজনীতি ছেড়ে জড়িয়ে পড়ছে টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি এবং ভর্তি বাণিজ্যের মতো নানা অপকর্মে। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনও বসে নেই। তারাও দলীয় বিবেচনায় চালিয়ে যাচ্ছে নিয়োগ বাণিজ্য। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম বিভাগে প্রথম, ২য় ও ৩য় থাকা সত্ত্বেও দলীয় ও স্বজনপ্রীতিতে অপেক্ষাকৃত কম মেধাবীদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। এছাড়াও দেশের প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই দেখা গেছে দলীয় বিবেচনায় নিয়োগ প্রদানের মত ঘটনা।

অস্ত্র হাতে জাবি ছাত্রলীগ কর্মী ও সংঘর্ষে লিপ্ত জবি ছাত্রলীগের দুই গ্রুপ

শিক্ষামন্ত্রী জনাব নূরুল ইসলাম নাহিদ শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বই পৌঁছে দেয়ার কথা বললেও সম্ভব হবে কিনা তা নিয়ে সন্দিহান অনেক শিক্ষাবিদ। প্রতি স্কুলে বই পৌঁছার আগেই বই কালোবাজারে বিক্রি হচ্ছে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। এরই মধ্যে জাতীয় পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের গুদামে আগুন লেগে পুড়ে গেছে প্রায় ৩ শত কোটি টাকার বই। সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই সারা দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ ছাত্র সংসদের নির্বাচন করার কথা বললেও আজ পর্যন্ত কোনো বিশ্ববিদ্যালয়েই ছাত্র সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠান হতে দেখা যায়নি। দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর করার জন্য তেমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দেখা যায়নি বলে অনেকেই মনে করেন। প্রথমবারের মতো অনলাইনে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ফরম বিতরণ করলেও প্রচার প্রচারণা এবং তথ্য-প্রযুক্তি সহজলভ্য না হওয়াই সফলতা আসেনি বলে শিক্ষার্থীদের অভিযোগ। ২০০৯ সালের ব্যর্থতা, অরাজকতা, অন্যায়-অত্যাচার ছাত্র-শিক্ষক অপরাজনীতি, ভর্তিবাণিজ্য সন্ত্রাস, দুর্নীতি ইত্যাদি পরিহারের মাধ্যমে এবং ২০০৯ সালের ইতিবাচক দিকগুলোকে ভিত্তি ধরে পথ চলতে শুরু করতে হবে। ভিত গড়তে হবে নতুন সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের। ২০১০ সালের শিক্ষাঙ্গন হবে নির্মল, শান্তিপূর্ণ, যুগোপযোগী, আধুনিক, সেশনজট ও অপরাজনীতিমুক্ত– এটাই দেশবাসীর প্রত্যাশা ও লালিত স্বপ্ন।